মুনাফার লক্ষ্য নিয়ে চলতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ

——————— শিক্ষামন্ত্রী

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার পরিবেশ ও নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, মুনাফার লক্ষ্য নিয়ে চলতে চায়, নিজস্ব ক্যাম্পাসে এখনও যায়নি, একাধিক ক্যাম্পাসে পাঠদান পরিচালনা করছে, তারা আইন অনুসারে সঠিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে না পারলে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধসহ তাদের বিরুদ্ধে অন্য আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গতকাল সোমবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ব্যর্থ হতে দিতে পারি না। সেগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা তাদের সফল করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছি। যারা একান্তই নিজেরা কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে চান, আইনি বিধিবিধান মানতে চান না, তাদের সাহায্য সহযোগিতা দিয়েও টিকিয়ে রাখতে পারব না। তাদের আইনি পথে বাতিল করতে বাধ্য হবো। এ রকম কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে।

সরকারের তরফে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাই, তারা যেন দেশের বাস্তবতা এবং জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও টিউশন ফিসহ সব ধরনের ব্যয় একটি সীমা পর্যন্ত নির্ধারিত রাখতে উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন।' নুরুল ইসলাম নাহিদ ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৭

মুনাফার লক্ষ্য

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

বলেন, 'দেশ যখন উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে এগিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই একদল স্বাধীনতাবিরোধী উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে এ দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের সন্ত্রাস ও জঙ্গি কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িয়ে তাদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।' সন্তানদের দিকে খেয়াল এবং স্নেহ মমতা ও ভালো উপদেশ দিয়ে তাদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখতে অভিভাবক ও শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ছিলেন ভারতের লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোজাম্মিল। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। অন্যদের মধ্যে বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আনোয়ারা বেগম, ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ইসরাফিল আলম এমপি, ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম খান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং...............................
তারিখ...............................
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/অবগত্যার্থে
স্বাক্ষর